চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৪.০১.২০২৫খ্রি.

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জলাবদ্ধতা নিরসণে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসণে নগরীর সব সেবা সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসণের বিষয়ে পাওয়ার চায়না হারবার লিমিটেডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় মেয়র এ মন্তব্য করেন। সভায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কান্ট্রি ম্যানাজার রেন হাও, ডেপুটি কান্ট্রি ম্যানেজার হান কুন।মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য সিডিএ'র উদ্যোগে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে ৫৭টি খাল থেকে কাজের জন্য ৩৬টি খাল চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এখনো ২১টি খাল অবহেলিত রয়ে গেছে। এই ২১টি খালকেও উদ্ধার করতে হবে। জলাবদ্ধতার সমস্যা কোনো একক সংস্থা সমাধান করতে পারবে না। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), ওয়াসা এবং অন্যান্য সেবা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।""জলাবদ্ধতার সমস্যা শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা জলাবদ্ধতা প্রতিরোধে সহযোগিতা করতে পারে। পাশাপাশি, চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক খালগুলো পুনরায় খনন ও পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। খালগুলোতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে নিয়মিত পরিষ্কার অভিযান চালানো হবে।তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে জলাবদ্ধতার সমস্যা বহুদিনের। তবে এটি সমাধানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রযুক্তিগত ও কাঠামোগত সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাওয়ার চায়না হারবার লিমিটেডের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ এই সমস্যা সমাধানে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে।সভায় মেয়র নগরীর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ও কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন।সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক প্রেসিডেন্ট আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরীসহ কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে ব্র্যাক ব্যাংক ১হাজার বর্জ্য সংগ্রহের বিন প্রদান করে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাতের নিকট

সিটি মেয়রের নির্বাচনি কমিটমেন্ট গ্রিন সিটি, ক্লিন সিটি, হেলদি সিটি বাস্তবায়নের লক্ষে ব্র্যাক ব্যাংক আগ্রবাদের উদ্যোগে কর্মকর্তাগন মঙ্গলবার সকালে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সথে সাক্ষাত করে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য এক হাজার বিন হস্তান্তর করেন।মেয়র বেলন, আমরা নগরীর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মার্কেট ও প্লেসে বর্জ্য সংগ্রহের প্লাস্টিকের বিন বিতরণের শুরু করেছি। নগরবাসীকে পলিথিন, প্লাস্টিক, কর্কশিটসহ অপচনশীল দ্রব্যাদি যত্রতত্র নালা-নর্দমায় না ফেলে সেগুলো নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছি। কিছুদিন পর বর্ষা শুরু হবে। বর্ষায় অপচনশীল দ্রব্যাদি নালা খালে জমে পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তাই জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পেথে হলে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। মেয়র বর্জ্য সংগ্রহের বিন প্রদান করায় ব্র্যাক ব্যাংক আগ্রবাদ শাখার কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্নকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মুহাম্মদ আশরাফুল আমিন, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, ব্র্যাক ব্যাংক রিজিওনাল কর্পোরেট হেড চট্টগ্রামের কায়েস চৌধুরী, ইউনিট হেড নাগিস আক্তার মুন্নী, রিলেশীপ ম্যানেজার ইবনাত রেজা।

বাংলাদেশে ক্রিকেটের উন্নতি হয়েছে আরাফাত রহমান কোকোর হাত দিয়ে: মেয়র ডা. শাহাদাত

রিলায়েন্স মেয়র কাপ অনূর্ধ্ব-১৬"টি-টুয়েন্টি" ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট-২০২৫ ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মঙ্গলবার বিকালে চসিক বাকলিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন এনায়েত বাজার ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার আব্দুল মালেক, চান্দগাও ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার নাজিমুদ্দিন, পাথরঘাটা ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার ইসমাইল বালি, চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ফুটবলার রাইজিং স্টারের নজরুল ইসলাম লেদু প্রমুখ।অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, আরাফাত রহমান কোকো ক্রিকেটের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। আরাফাত রহমান

কোকোর ক্রিকেটে অবদান বিশেষভাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট কাঠামো উন্নয়ন এবং তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার মধ্যে নিহিত। তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ক্রিকেট উন্নয়নে কাজ করেছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে সুসংহত করতে ভূমিকা রেখেছেন। তার সময়ে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ক্রিকেট উন্নয়ন, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশেষত, তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খুঁজে বের করে তাদের সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। তার প্রচেষ্টার ফলেই অনেক তরুণ ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন এবং বাংলাদেশের ক্রিকেট একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে।প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ গড়ে তোলা হবে জানিয়ে মেয়র বলেন, আমি ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিকাশে প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ করতে চাই। ক্রিয়া জগতের সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আমি নিজে একজন ক্রিকেটার ছিলাম। আমি মেট্রোপলিটন ক্রিকেট লীগ খেলেছি, ফার্স্ট ডিভিশন লীগ খেলেছি। স্পোর্টসম্যানদের রোগের উপরে চট্টগ্রামের প্রথম ডিগ্রি নিয়ে এসেছি। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ক্রীড়াক্ষেত্রের বিকাশ চাই।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত ফুটপাত দখল করে ব্যবসা কারার অপরাধে ৬ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা মঙ্গলবার নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন টেক্সটাইল গেইট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে টেক্সটাইল গেইটস্থ সিটি কর্পোরেশন মার্কেটের দোকান থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকৃত গ্রহীতার নিকট বুঝিয়ে দেন। এবং অবৈধভাবে নালা দখল করে শেড বানিয়ে পানির পাম্প বসিয়ে রাস্তায় গাড়ী ওয়াশ করায় ও ফুটপাতে বাশঁ বিক্রি করা এবং রিক্সার গ্যারেজ দিয়ে জনদূর্ভোগ সৃষ্টি করায় উক্ত দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেন এবং ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন ডবলমুরিং থানাধীন আগ্রাবাদ বাদামতলী মোড় থেকে আগ্রাবাদ হোটেল পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের ফুটপাতের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। এই সময় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করার দায়ে ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয়কে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮